দায়িত্বশীল পর্যটন গাইডলাইন

২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দায়িত্বশীল পদ্ধতিতে পর্যটন অনুশীলন করা অপরিহার্য। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পর্যটকদের প্রকৃত এবং অর্থপূর্ণ পর্যটন অভিজ্ঞতা প্রদান আবশ্যক। দায়িত্বশীল পর্যটন একটি ধারণা এবং দর্শন যা ইকো-ট্যুরিজম, নগর পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন এবং কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনসহ (CBT) সকল ধরণের পর্যটনে চর্চা করা যেতে পারে। 'দায়িত্বশীল পর্যটন গাইডলাইনে পর্যটনের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্বশীল অনুশীলন এবং পর্যটন সম্পদ সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং সমৃদ্ধকরণের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

২. সংজ্ঞা

দায়িত্বশীল পর্যটন: দায়িত্বশীল পর্যটন একটি পর্যটন দর্শন যা সমাজ, পরিবেশ এবং অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটন দ্বারা সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে। এটি টেকসই পর্যটন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত যা সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। দায়িত্বশীল পর্যটন সামাজিক কল্যাণ এবং পরিবেশবান্ধব আচরণকে উৎসাহিত করে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পাশাপাশি সামগ্রিক পর্যটন অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করে।

৩. প্রাসঙ্গিক পর্যটন ধারণা

দায়িত্বশীল পর্যটন নিম্নলিখিত ধারণাগুলোর সাথে সুসংগত:

ক. টেকসই পর্যটন: পর্যটন চর্চা যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার সাথে আপোষ না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করে।

খ. ইকো-ট্যুরিজম: পর্যটনের একটি ধরন যা প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি না করে বা জীববৈচিত্র্য এবং তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলকে বিঘ্নিত না করে আকর্ষণীয় পর্যটন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।

গ. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে (Propoor Tourism) পর্যটন: পর্যটনের একটি পদ্ধতি যা পর্যটন সাইটের দরিদ্র মানুষের জন্য আর্থ-সামাজিক সুবিধা প্রদানের উপর গুরত্ব দেয়।

ঘ. নৈতিক পর্যটন: পর্যটনের ধরণ যা ভ্রমণের সময় নৈতিক আচরণ এবং দায়িত্বশীল ব্যবহার এর উপর জোর দেয় (যেমন: মানবাধিকার, সামাজিক বিচার, জীবজন্তুর কল্যাণ)।

৪. দায়িত্বশীল পর্যটনের ক্ষেত্র

দায়িত্বশীল পর্যটন সব ধরনের পর্যটনে অনুশীলন করা যেতে পারে (যেমন: কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন, বন্যপ্রাণী পর্যটন, কৃষি-পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটন, সংস্কৃতিক পর্যটন এবং স্বেচ্ছাসেবা পর্যটন)। দায়িত্বশীল পর্যটনের বিষয়ে প্রতিটি স্টেকহোল্ডারের নিজস্ব ভূমিকা পালন করার প্রয়োজন রয়েছে।

৫. দায়িত্বশীল পর্যটনের স্টেকহোল্ডার

পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার দায়িত্বশীল পর্যটনের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে নিম্নলিখিত স্টেকহোল্ডাররা অন্যতম ভূমিকা পালন করে:

ক. পর্যটন পরিষেবা গ্রহণকারী স্টেকহোল্ডার (যেমন: পর্যটক, দর্শনার্থী, হোটেল অতিথি, ভ্রমণকারী);

খ. পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারী (যেমন: হোটেল, রিসোর্ট, ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্স এবং অন্যান্য পর্যটন পরিবহণ);

গ. স্থানীয় কমিউনিটি (যেমন: পর্যটন সাইটে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী); এবং

ঘ. পর্যটন প্রশাসনের স্টেকহোল্ডাররা (যেমন: জাতীয় পর্যটন সংস্থা ও সরকারি পর্যটন সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পর্যটন ব্যবস্থাপনা অফিস) ।

৬. সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য দায়িত্বশীল পর্যটন সম্পর্কিত নির্দেশনা

বাংলাদেশে দায়িত্বশীল পর্যটন প্রবর্তন এবং প্রচারের মূলনীতি হল পর্যটন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের পর্যটন সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমে দায়িত্বশীল অনুশীলন নিশ্চিত করা।

৬.১ পর্যটন পরিষেবা গ্রহণকারীগণের দায়িত্ব

পর্যটন খাতের পরিষেবা গ্রহণকারী প্রধান স্টেকহোল্ডার হলো পর্যটক। এই শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারের দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ:

ক. পর্যটন সাইটে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকা।

খ. ভ্রমণের সময় বর্জ্য এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, পানি এবং বিদ্যুতের ব্যবহার কমানো।

গ. যথাসম্ভব পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবহার করা।

ঘ. প্রাকৃতিকভাবে বা আইন দ্বারা সংরক্ষিত এলাকা বা জাতীয় উদ্যানসমূহে বন্য প্রাণীদের খাদ্য দ্রব্য প্রদান থেকে বিরত থাকা।

ঙ. প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত এলাকায় বসবাসরত জীববৈচিত্রের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাধাগ্রস্থ না করা এবং প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলা।

চ. পর্যটন সাইটের স্থানীয় সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি সম্পর্কে সচেতন থাকা।

ছ. স্থানীয় জনগোষ্ঠির ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান করা।

জ. স্থানীয় অধিবাসীদের অনুমতি ছাড়া তাদের ছবি তোলা থেকে বিরত থাকা।

ঝ. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হস্তশিল্প এবং পণ্য ক্রয় করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা।

ঞ. স্থানীয় পণ্য বা পরিষেবার জন্য ন্যায্য মূল্য প্রদান করা।

ট. বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে তৈরি পণ্য ক্রয় এড়িয়ে চলা।

ঠ. ট্যুর গাইডের সহায়তা নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় ট্যুর গাইডদের অগ্রাধিকার দেয়া।

ড. পরিষেবা কর্মীদের সাথে সৌজন্যমূলক এবং শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা।

ঢ. টাকা এবং উপহার প্রদান থেকে বিরত থেকে পর্যটন সাইটে ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিত করা এবং সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রকল্পসমূহকে সহায়তা করা।

ণ. পর্যটনস্থলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনা মেনে চলা।

ট. ভ্রমণের সময় মাস্ক, গ্লাভস এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা (যেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) ।

ঠ. ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকৃত রিভিউ প্রদান করা।

ড. পর্যটন স্থলে কোনো ধরণের অনিয়ম ও প্রতারণার সম্মুখীন হলে পর্যটনস্থলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

৬.২ পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারীগণের দায়িত্ব

পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারী ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্সি, লজিং এবং পরিবহণ খাতসহ পর্যটকদের বিবিধ চাহিদা পূরণ করে। এই শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের নিম্নলিখিত পর্যটন বিষয়ে দায়িত্বশীল হতে হবে:

ক. স্টেকহোল্ডারদের ন্যায্য মূল্যে পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

খ. পর্যটকদের কাছে থেকে অত্যধিক ফি না নেওয়া।

গ. পর্যটকদের প্রকৃত তথ্য প্রদান করা।

ঘ. পর্যটন সাইটসমূহের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে পর্যটকদের অবহিত করা।

ঙ. পরিবেশবান্ধব হোটেল এবং রিসোর্ট নির্মাণ।

চ. পর্যটনস্থলে এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার না করা এবং পর্যটন সুবিধাদিতে পানি এবং বিদ্যুতের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ছ. টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

জ. পর্যটনস্থলে পরিচ্ছন্নতা ও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা।

ঝ. স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপস্থাপন ও প্রচার।

ঞ. পর্যটন অভিজ্ঞতার বাণিজ্যিকীকরণ (Commodification) পরিহার করা।

ট. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় পণ্যদ্রবের টেকসই ব্যাবহার এবং উৎপাদন নিশ্চিত করা।

ঠ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যটনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

ড. স্থানীয় উদ্যোগকে সম্পৃক্ত ও উৎসাহিত করা।

ঢ. পর্যটনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল স্থানীয় সরবরাহকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা।

ণ. কর্মক্ষেত্রে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততাসহ সমতা, বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরা।

ত. প্রতিষ্ঠানে নৈতিক চর্চা অনুশীলন নিশ্চিত করা।

থ. সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির টেকসই অনুশীলনসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উপস্থাপন।

দ. দায়িত্বশীল এবং টেকসই পর্যটন চর্চার প্রচার এবং উৎসাহিত করা।
ধ. কর্মীদের উপযুক্ত কাজের পরিবেশ প্রদান করা।
ন. দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চা নিশ্চিত করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।
প. পর্যটনস্থলে যথাযথ স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
ফ. পর্যটনস্থলে অনৈতিক ও অসামাজিক আচরণ করা থেকে বিরত থাকা।
ব. পর্যটনস্থলগুলিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ সুবিধা সহজলভ্য করা।

৬.৩ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দায়িত্বসমূহ

পর্যটনস্থলের আশেপাশে বসবাসকারীরা স্থানীয় জনগোষ্ঠী নামে অভিহিত। স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যটনস্থলে পর্যটকদের বিবিধ সুবিধা প্রদান করতে পারে এবং সিবিটি, ট্যুর গাইড ইত্যাদি দ্বারা পর্যটন ব্যবসায় জড়িত হতে পারে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ:
ক. পর্যটকদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করা।
খ. পর্যটকদের স্থানীয় সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত করা।
গ. মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে পর্যটন সেবা সরবরাহকারীদের সহযোগিতা করা।
ঘ. সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী উৎসবের বাণিজ্যিকীকরণ (Commodification) থেকে বিরত থাকা।
ঙ. পর্যটকদের প্রকৃত (Authentic) এবং অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রদান করা।
চ. পর্যটন নীতি উন্নয়নে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করা।
ছ. যেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে টাকার বিনিময়ে পর্যটকদের সেখানে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকা।
জ. পর্যটকদের কাছ থেকে উপহার এবং অর্থ ভিক্ষা চাওয়া থেকে বিরত থাকা।
ঝ. নৈতিক ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের প্রচার।
ঞ. প্রাকৃতিক এবং সুরক্ষিত এলাকায় পশুদের বিরক্ত করা বা শিকার করা থেকে বিরত থাকা।

৬.৪ পর্যটন প্রশাসন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্বসমূহ

পর্যটন প্রশাসন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ সাধারণত নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। তাদের দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ:
ক. জাতীয় পর্যটন মাস্টার প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে পর্যটন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
খ. দায়িত্বশীল পর্যটনের প্রধান স্টেকহোল্ডারদের (যেমন: পরিষেবা গ্রহণকারী স্টেকহোল্ডার, পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারী এবং স্থানীয় কমিউনিটি) দায়িত্বগুলোকে একীভূত করা।
গ. দেশের প্রচলিত আইন বিধি ও নীতি বাস্তবায়নের জন্য পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারী এবং স্থানীয় কমিউনিটির সাথে যৌথভাবে কাজ করা।
ঘ. পর্যটন আকর্ষণীয়স্থান সম্পর্কে আলোচনার সময় স্থানীয় মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসকে সম্মান করা।
ঙ. স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।
চ. পর্যটন সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ন্যায্য মূল্য নীতি নিশ্চিত করা।
ছ. কর্মসংস্থানে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিতকারী নীতি বাস্তবায়ন করা।
জ. স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং পর্যটন আকর্ষণীয়স্থান উন্নয়ন করতে সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।
ঝ. পর্যটনে দায়িত্বশীল অনুশীলনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি, পুরস্কার এবং প্রত্যয়ন প্রদান।
ঞ. দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা আয়োজন করা।
ট. স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।
ঠ. ন্যায়সঙ্গত সুবিধা (Equitable benefit) প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয়দের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
ড. সাইনবোর্ড এবং লিফলেট দ্বারা পর্যটন সাইটের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে পর্যটকদের অবহিত করা।
ঢ. দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা এবং পুরস্কার প্রদান।
ণ. পর্যটনস্থলে শিশুশ্রম, মানব পাচার এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন রোধ করা।

ত. পর্যটনস্থলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রম জোরদার করা এবং অসামাজিক আচরণের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা।
থ. জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির (SDG) সঙ্গে পর্যটন নীতির সমন্বয় করা।
দ. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টের মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের তথ্য প্রদান করা।
ধ. বিশ্ববাসীর কাছে একটি দায়িত্বশীল পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরা।

৭. স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত দায়িত্বশীল পর্যটন অনুশীলন

ক. পর্যটনের উপখাত/সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল পর্যটনের প্রটোকল ও মান নির্ধারনের জন্য সমন্বয় করা।
খ. দায়িত্বশীল পর্যটনের চর্চা করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
গ. দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত/তিরস্কৃত করা।
ঘ. দায়িত্বশীল পর্যটন বিষয়ক অনুসরনীয় গাইডলাইনে পর্যটন আকর্ষণীয়স্থানসহ পাবলিক প্লেসে প্রদর্শন করা।

ঙ. প্রতিটি উপখাত/ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দায়িত্বশীল পর্যটন গাইডলাইন প্রতিপালনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সময় সময় কমিটি গঠন করে পরিদর্শনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল পর্যটন নিশ্চিন্ত করা।

চ. পর্যটন আকর্ষণীয়স্থানে পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে কোন লাইসেন্স/ অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল পর্যটন অনুসরণ বাধ্যতামূলক।
ছ. স্বেচ্ছাসেবক টিম/ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুসরণ করে দায়িত্বশীল পর্যটন নিশ্চিত করা।

৮. দায়িত্বশীল পর্যটন প্রচার

সব ধরনের পর্যটনের কথা বিবেচনা করে একটি 'সর্বাঙ্গীণ পন্থা' (Comprehensive Approach) প্রস্তুতের মাধ্যমে দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চাকে তরান্বিত করা যেতে পারে।
ক. বিলবোর্ড এবং সাইনপোস্ট স্থাপন করে পর্যটকদের পর্যটনস্থলে দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চা সম্পর্কে অবহিত করা।
খ. দায়িত্বশীল অনুশীলন সম্পর্কে পর্যটকদের অবহিত করার জন্য স্থানীয় গাইডসহ পর্যটন সরবরাহকারী পক্ষের স্টেকহোল্ডারদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করা।
গ. পরিষেবা প্রদানকারী স্টেকহোল্ডারদের (যেমন: ট্যুর অপারেটর) জন্য দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চার উপর পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা।
ঘ. বিমানবন্দরে আগমনের সময় পর্যটকদের কাছে দায়িত্বশীল পর্যটনের নির্দেশনা সম্বলিত গাইডবুক দেওয়া (পর্যটক ভিসা নিশ্চিত করে)।
ঙ. পর্যটন পর্যটন আকর্ষণীয়স্থানে প্রবেশ টিকেটে দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চার নির্দেশনা প্রদান করা।
চ. পর্যটনের অন্যান্য ধরন (যেমন: সিবিটি, কৃষি পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটন, সামুদ্রিক পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক পর্যটন) বিকাশে দায়িত্বশীল পর্যটনের দর্শন অন্তর্ভুক্ত করা।